আলমডাঙ্গার বেলগাছী-কেদারনগরে মাদকের রমরমা বাণিজ্য, ঝুঁকিতে যুবসমাজ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ও কেদারনগর গ্রামে মাদকদ্রব্যের বিস্তার উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগে পাঁচজনের একটি চক্র এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকি চারজন এখনও প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত সাহেব আলীর ছেলে ওল্টু (৩০), কেদারনগর পশ্চিমপাড়ার মো. হালিমের ছেলে রাজা (২৫), মাঝেরপাড়ার বাটপার সরদারের ছেলে রাজ্জাক (৩০) এবং গঙ্গার ছেলে আলী হোসেন (৩৫)। তারা সবাই একই এলাকার বাসিন্দা।

গ্রামবাসীরা জানান, একজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরও অন্যরা নির্ভয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রমজান মাসেও সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে নেশার প্রবণতা বাড়ছে এবং এলাকার সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোটখাটো চুরি ও ঝামেলার ঘটনাও বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। সচেতন মহল মনে করছে, মাদক বিক্রির স্থানগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং পুরো চক্রকে আইনের আওতায় আনা জরুরি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত জোরদার ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানার মাদক বিরোধী অভিযানে ৪০ পিচ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পসহ থানা এলাকার একটি বিশেষ অভিযানে গত বুধবার রাত ১১টার দিকে কেদারনগর গ্রামের লালটু হোসেনের ছেলে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে তার বসত বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে আটক করা হয়। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে ৪০ পিচ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, ধারা ৩৬(১) সারণি ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও সিডিএমএস পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আসামীর বিরুদ্ধে আরও ৬টি মামলা রয়েছে।

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী।

তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ নারী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুল সংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার(৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গ্তকাল বুধবার রাত ১টার দিকে হরিণাকুন্ড পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে তাকে আটক করা হয়। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী। র্যাব-৬ এর কম্পানী কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারী হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও ৮টি রাম দা-সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬।
র্যাবের কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী

পলাতক রয়েছেন। সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, র্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে মাদকসহ ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা দুর্লভপুর গ্রামের অভিযানে এসআই(নিঃ) মোঃ তোরগুল হাসান সোহাগ, সংগীয় অফিসার নিয়ে পলাতক আসামী শামসুল আলমের ছেলে মোঃ হুদা আলী(৩৮) বসত বাড়ীর রান্না ঘরের সানসেটের উপর হতে গতকাল দুপুরে ১০০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। সে সময় আসামী মোঃ হুদা আলী(৩৮) দৌড়ে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুইতনপুর বাজারস্থ সোনার বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড মেসিনারীজ এর দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে গতকাল ইউনোচ আলির ছেলে মোঃ শুকুর আলী(৩৫)’কে ৫০গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেফতার করে।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করিয়া আলমডাঙ্গা থানাধীন নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর বাজারের পাবলিক টয়লেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে হাসিবুল ইসলামের ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন(৩৫) এর কাছে

থেকে গতকাল ৩০(ত্রিশ) পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক সহ দুইজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ১’শত গ্রাম গাঁজা ও ২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক হয়েছে দুইজন।

গতকাল আলমডাঙ্গা থানার ওসমানপুর পুলিশ ফাড়িঁ আইসি এসআই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার হারদি শেখপাড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে হারদি শেখপাড়ার মৃত হাসেম খাঁর ছেলে মিজার খাঁ
(৪৬) ও একই গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে আলফাজ মিয়া (২০) কে ১’শত গ্রাম গাঁজা ও ২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক করে। আটক দুইজনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা রজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, আসামি দুইজন কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রজু করে এবং তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এরকম মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় বিশেষ অভিযানে

মাদকসহ গ্রেফতার ৩

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও একটি পালসার মোটরসাইকেলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত শুক্রবার দিনগত রাতে ১টার সময় পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশ কান্তপুর ব্রীজমোড় থেকে ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ষ্টেশনপাড়াস্থ খাদ্য গোডাউনের সামনে থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৩) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছিল। সে এলাকাসহ আশপাশ গ্রামে মোটরসাইকেল যোগে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে বেড়ায়। গত শুক্রবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাঁচকমলাপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আহম্মদ আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে কান্তপুর ব্রীজ মোড়ে অভিযান চালিয়ে সাইদুলকে তার মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার করে। তার নিকট থেকে ৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

একই রাতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ষ্টেশনপাড়াস্থ খাদ্য গোডাউনের সামনে থেকে সনাতনপুর গ্রামের বাবলু মন্ডলের ছেলে সোহেল রানা রাব্বি(২০), বর্তমানে আলমডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়ার আক্কাচ আলীর বাড়ির ভাড়াটিয়া ও আলমডাঙ্গা শহরের রথতলাপাড়ার সোলাইমান হোসেনের ছেলে নাহিদ হাসান(২১) কে গ্রেফতার করে। তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে ১৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট। তারা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় ট্যাপেন্টাডল বিক্রয় করে বেড়ায় বলে জানা গেছে।

তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় পৃথক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪০ (চল্লিশ) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রয়ের নগদ টাকা উদ্ধারসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রুবেল হোসেন (৩২)। তিনি আলমডাঙ্গা থানার ১০ মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই (নিঃ) আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়াস্থ গণশৌচাগারের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রুবেল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রেজাউল ইসলামের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় ১০টি মামলা রয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ধৃত আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নম্বর-০১, তারিখ-০১/০১/২০২৬ খ্রি., ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনের জেল জরিমানা

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে হান্নান (৪৭) এবং একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মরজেম হোসেন (২৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্তদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা মোতাবেক দুইজনের ৫ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ড প্রদান শেষে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মাঠে জুয়া খেলা চলছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে সশরীরে ছোট দুধপাতিলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জুয়াড়িরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশ তাদের পেছন অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেলেও ঐ মাঠ থেকেই মাদক সেবনরত অবস্থায় দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছোট দুধ পাতিলা গ্রামের হান্নান এবং মরজেম হোসেন উভয়কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের অপরাধে যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাজাঁ সেবনের অপরাধে আবির হোসেন নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল রবিবার রাতে শহরের ঘাট পাড়ায় জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করে। আটক আবির হোসেন ঘাট পাড়ার আশাদুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঘাটপাড়ায় আবির হোসেনের বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা সেবন অবস্থায় তাকে আটক করে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আবিরকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো: হাবিবুর রহমান। অভিযানে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই মতিয়ার রহমানসহ জেলা আনসার ভিডিপির সদস্যরা অংশ নেয়।